সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৭২
WEEKLY BOOKLET:372

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

গাউসে আযম এর পদমর্যাদা

(বয়ান)

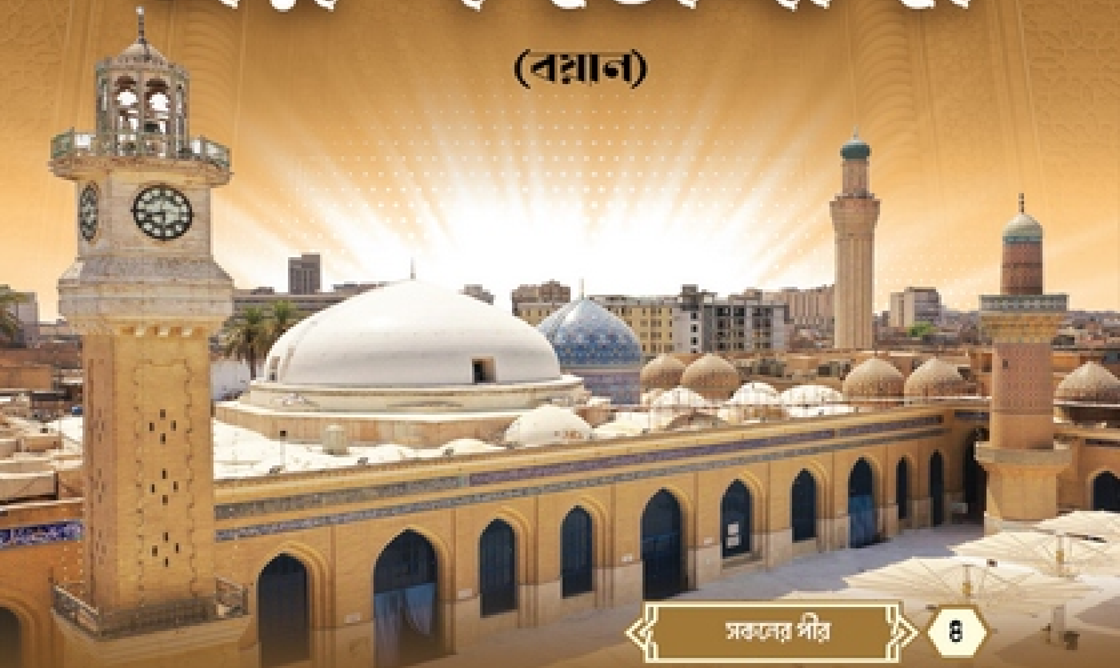

সকলের পীর ৪
আল্লাহ পাকের উপহার ৬
তাঁকে কিয়ামতে অসম্মান প্রদর্শন করবো না ৮
নিসবতের বরকত ১৩

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পদমর্যাদা

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই **"গাউসে আযম** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **এর পদমর্যাদা"** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে তাকে কিয়ামতের দিন গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর গোলামদের সাথে উঠাও আর তার মা-বাবাকে বিনা হিসাবে মাফ করে দাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে সজ্জিত করো কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" **(জামে সগীর, ২৮০ পৃ:, হাদীস: ৪৫৮০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত খিযর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সাথে সাক্ষাত

বর্ণিত আছে: ইমাম জামালুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আবু মুহাম্মদ বিন আবদে বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হযরত খিযর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জীবিত আছেন নাকি ইন্তেকাল করেছেন? বললেন: আমি হযরত খিযর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সাথে সাক্ষাত করেছি আর আমি তাঁর খিদমতে একটি প্রশ্ন করেছি যে, আমাকে শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সম্পর্কে বলুন তো হযরত খিযর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: তিনি এই যুগের সমস্ত প্রিয়

বান্দাদের মধ্যে উপমাহীন এবং সমস্ত আউলিয়াদের কুতুব। আল্লাহ পাক তাঁর যত ওলীকে কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠ করেছেন শায়খ আব্দুল কাদিরকে তা থেকেও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, আর যত ওলীকে তাঁর ভালোবাসার সুধা পান করিয়েছেন শায়খ আব্দুল কাদিরকে তার চেয়েও বেশি পান করিয়েছেন, আর যত প্রিয়জনকে কোন ফযিলত দান করেছেন হযরত শায়খ আব্দুল কাদিরকে তার চেয়ে বেশি দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর মধ্যে নিজের রহস্য গোপন রেখেছেন যা দ্বারা তিনি সমস্ত আউলিয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, আল্লাহ পাক যাদেরকে বেলায়ত দিয়েছেন আর যাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত দিবেন সকলে শায়খ আব্দুল কাদিরের সমীপে আদব প্রদর্শন করেন। **(বাহজাতুল আসরার, ৩২৫, ৩২৬)**

হে ক্বওলে খিযর ইয়ে কে সব আউলিয়া মে
নেহি তেরা কুয়ি বদল গাউসে আযম
হে দিল কো তেরি জুসতজো গাউসে আযম
যবাঁ পর তেরি গুফতুগো গাউসে আযম

(ক্বালায়ে বখশিশ, ১৭০, ১৭৩ পৃ:)

হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্যিকার গোলাম, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও ভক্তি রাখতেন, তিনি তাঁর ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার মধ্যে অনেক স্থানে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা করেছেন এবং হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে অনেক কবিতাও লিখেছেন এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবিতাগুলো সাধারণত কুরআন ও হাদিস এবং বুযুর্গদের বাণী অনুযায়ী, সুতরাং তিনি "হাদায়িকে বখশিশ" এ লিখেন:

www.dawateislami.net

জু ওলী ক্বল থে ইয়া বা'দ হুয়ে ইয়া হুঁগে
সব আদব রাখতে হে দিল মে মেরে আক্বা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুইটি মর্যাদা বেড়ে গেলো

আরও পাঠ করুন কতো বড় বড় আউলিয়ায়ে কেরামগণ আমার মূর্শিদ, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি আদব প্রদর্শন করেন আর তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করেন যেমন সায়্যিদি মূর্শিদি গাউসে আযম দস্তগিরের খলিফা হযরত শায়খ আলী বিন হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি সরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে হযরত শায়খ মারুফ করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযারে গেলাম, হযরত শায়খ মারুফ করখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় বড় আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِم এর অন্তর্ভূক্ত। হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে সালাম দিলেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخُ مَعْرُوْفٌ! عَبَرْنَاكَ بِدَرَجَتَيْن অর্থাৎ হে শায়খ মারুফ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমরা আপনার চেয়ে দুই ধাপ এগিয়ে গিয়েছি। তিনি মাযার শরীফ থেকে উত্তর দিলেন: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَاسَيِّدَ اَهْلِ زَمَانِه অর্থাৎ আপনার উপরও সালাম বর্ষিত হোক, হে আপন সময়কার সর্দার! (ক্বলায়িদুল জাওয়াহির, ৩৯ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিসসে খলক কেহতে হে পিয়ারা খোদা কা — উসি কা হে তু লাডলা গাউসে আযম
মাশায়িখে জাহা আয়ে বেহের গাদায়ি — ওহ হে তেরি দৌলত সারা গাউসে আযম

(যওকে নাত, ১৮১, ১৮২ পৃ:)

www.dawateislami.net

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৬ খণ্ড ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুযুরে গাউসে আযম رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ এর মর্যাদা অনেক উঁচু ও শ্রেষ্ঠ। গাউস তাঁর আপন সময়ে পুরো দুনিয়ার আউলিয়াদের সর্দার হয়ে থাকে এবং আমাদের গাউসে পাক, ইমামে হাসান আসকারী رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ এর পর থেকে ইমাম মাহদী عَلَیۡہِ السَّلَام তাশরিফ আনা পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়ার গাউস এবং গাউসদের গাউস এবং সমস্ত আউলিয়াদের সর্দার ও তাঁদের প্রত্যেকের গর্দানে তাঁর কদম।

(নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, ৬ পৃ:)। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৬/৫৫৯)

খিলা মেরে দিল কি কালি গউসে আযম মিঠা কলব কে বে কালি গউসে আযম
মেরে চান্দ মে সদকে আ জা ইধার ভী চমক উঠে দিল কে কালি গউসে আযম
তেরা মরতবা আ'লা কিউ হো না মাওলা তু হে ইবনে মাওলা আলী গউসে আযম
তু বাগে আলী কা হে ওহ ফুল জিস ছে দেমাগে জাহা ব্যস গেয়া গউসে আযম
ফিদা তুম পে হো জায়ে নুরীয়ে মুযতর ইয়ে হে উস কে খায়িশ দিলি গউসে আযম

(সামানে বখশিশ, ১১৬ থেকে ১২১ পৃ:)

সকলের পীর

আমার পীর ও মূর্শিদ শাহেনশাহে বাগদাদ হুযুরে গউসে পাক رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ বলেন: মানুষের জন্য পীর রয়েছে, "জ্বিন জাতির" পীর রয়েছে আর আমি হলাম সকলের পীর, তিনি তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর শাহজাদাদের বললেন: আমার আর তোমাদের মাঝে এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে সেই পার্থক্য রয়েছে যা আসমান ও যমিনের মধ্যে রয়েছে। আমার সাথে কারো তুলনা করবে না এবং আমাকে নিয়ে অনুমান করিও না। **(বাহজাতুল আসরার, ২২, ২৩ পৃ:)**

www.dawateislami.net

নিয়ামতের চর্চা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এরকম উক্তি যার মধ্যে গাউসে পাক তাঁর যবান মুবারকে নিজের প্রশংসা করেছেন এটাকে নিয়ামতের চর্চা বলা হয়ে থাকে। যেমনটি কুরআনে পাকের পারা ৩০ সূরা দ্বোহা আয়াত নাম্বার ১১ তে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

(পারা: ৩০, সূরা: দ্বোহা, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের খুব চর্চা করুন।

আল্লাহ পাক আমার পীর ও মূর্শিদ গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে অনেক গুণাবলি, যোগ্যতা ও মর্যাদা দান করেছেন তো তিনি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের চর্চা করতে গিয়ে এইভাবে ইরশাদ করেন আর এতে মানুষদেরকে সতর্কও করেছেন যে, আমার ব্যাপারে মুখ খুলো না, কেউ আমার সমালোচনা করলো বা আমার বিরোধিতা করলে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাযে আশহাব কে গোলামী ছে ইয়ে আঁখে পিরনী
দেখ উড় জায়ে গা ঈমান কা তুতা তেরা

(হাদায়িখে বখশিশ, ২৬ পৃ:)

অর্থাৎ গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্পর্কে কেউ অনুচিত কিছু বললে বা চোখ রাঙালে ঈমান চলে যাবে যেমনটি হাদীসে কুদসিতে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক বলেন: যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা করছি।

(বুখারী, ৪/২৪৮, হাদীস: ৬৫০২)

এই বর্ণনার মধ্যেও খুব ভালোভাবে বুঝানো হয়েছে যে, সাবধান! আল্লাহ পাকের ওলীদের সাথে বিয়াদবি করিও না।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের উপহার

শায়খ আবুল হাসান আলী বিন সানজারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী দুনিয়ার সর্দারদের মধ্য হতে একজন আর তিনি আল্লাহ পাকের উপহারের মধ্য হতে মাখলুকের জন্য একটি (উপহার)।

(বাহজাতুল আসরার, ৪৩২ পৃ:)

বাগদাদের মুসাফিরের পয়গাম

একদিন হযরত সৈয়দ আহমদ কবির রিফায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তাঁর ভাতিজা ও মুরিদদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, এক ব্যক্তি বাগদাদ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর কাছে বিদায় নিতে আসলো, তিনি তাকে বললেন: যখন বাগদাদ শরীফ পৌঁছবে তো শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه যদি দুনিয়াতে বেঁচে থাকেন তবে তার যিয়ারত করবে আর ওফাত পেয়ে গেলে তার মাযার যিয়ারতের পূর্বে কোন কাজ না করবে না। হযরত আহমদ বিন আবু বকর হারীমী ও হযরত আবু আমর ওসমান সরিফীনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا বললেন: "আল্লাহ পাকের শপথ! আল্লাহ পাক আউলিয়াদের মধ্যে হযরত শায়খ আব্দুল কাদির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মত কাউকে সৃষ্টি করেননি এবং করবেন ও না।" **(বাহজাতুল আসরার ৫৬ পৃ:)**

বাকসম কেহতে হে শাহান সরিফিন ও হারীম
কে হুয়া হে না ওলী হো কুয়ি হামতা তেরা

গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর পদমর্যাদা

হযরত শায়খ আবু আমর ওসমান বিন মারযুক্ব করশী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আমাদের শায়খ, ইমাম ও

www.dawateislami.net

সৈয়দ (অর্থাৎ সর্দার) আর তাঁদের সকলের সর্দার যারা তাঁর যুগে আল্লাহ পাকের রাস্তায় চলেন আর আল্লাহ পাকের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ক্ষেত্রে সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের ইমাম, বর্তমান সময়কার আউলিয়া ও সমস্ত বড় উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ের অঙ্গিকার নেয়া হয়েছে যে "হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আর তাঁর মর্যাদাকে আদব প্রদর্শন করতে।" **(বাহজাতুল আসরার, ৩৩২ পৃ:)**

না কিউকর সালতানাত দোনো জাহা কি উন কো হাসিল হো
সরো পর আপনে লে তে হে জু তালওয়া গাউসে আযম কা

(ক্ববালায়ে বখশিশ, ৯৬ পৃ:)

সমুদ্র বাদ দিয়ে নদীর দিকে যায় না

শায়খ আবুল কাসিম ওমর বিন মাসউদ বাযযার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমার সর্দার শায়খ মহয়ুদ্দীন আব্দুল কাদির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শায়খ আদী বিন মুসাফির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অনেক প্রশংসা করতেন, তাদের সাথে সাক্ষাত করার আমার খুব আগ্রহ হলো আর আমি হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট তাঁদের সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলাম যেটা তিনি দান করে দিলেন। আমি সফর করে তাঁদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছলাম তো তাঁদেরকে তাঁদের হুজরার দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। তাঁরা আমাকে দেখে বললেন: হে ওমর! স্বাগতম, তুমি সমুদ্র বাদ দিয়ে নদীর দিকে এসেছো। হে ওমর! শায়খ আব্দুল কাদির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যুগের সমস্ত আউলিয়াদের সর্দার। **(বাহজাতুল আসরার, ২৮৯ পৃ:)**

www.dawateislami.net

মে জাহান্নাম মে না আব জাও গা اِنْ شَآءَالله
রেহনুমা তুম কো জু মে নে হে বানায়া ইয়া গাউসে আযম
শাহে বাগদাদ! হো আত্তার পে নযর রহমত
খালি কাসা লিয়ে হে দুর ছে আয়া ইয়া গাউস

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৪১ পৃ:)

তাঁকে কিভাবে আদব প্রদর্শন করবো না

শায়খ মূসা বিন মাহিন আয যোওয়ালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: শায়খ আব্দুল কাদির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه আমাদের যুগে লোকদের মধ্যে উত্তম এবং আমাদের সময়ে সুলতানুল আউলিয়া (অর্থাৎ ওলীদের সর্দার) এবং সায়্যিদুল আরেফীন (আল্লাহ পাকের পরিচয় সম্পর্কে অবগতকারী সর্দার) এর অন্তর্ভূক্ত এমন ব্যক্তির আদব কিভাবে করবো না যেই ব্যক্তির আদব আসমানের ফেরেশতারাও করে। (বাহজাতুল আসরার, ৪৩৫ পৃ:)

সিলাসিলায়ে সোহরাওয়ার্দীয়ার প্রবর্তক শায়খ শিহাব উদ্দীন আবু হাফস ওমর সোহরাওয়ার্দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আমি আমার চাচা ও শায়খ আবু নাজিব আব্দুল কাহির সোহরাওয়ার্দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর সাথে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ’র খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমার চাচা তাঁকে খুবই আদব করলেন আর নিরবতার সাথে বসে গেলেন। যখন ফিরে আসছিলেন তখন আমি তাকে ঐসময় শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর প্রতি আদব প্রদর্শনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তো আমার চাচা বললেন: তাঁকে কিভাবে আদব করবো না অথচ তাঁর সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কামিল। সমগ্র বিশ্বে তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে। (বাহজাতুল আসরার, ৪৩৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

প্রথম যিয়ারত যথেষ্ট ছিলো না

হযরত খিযর মাসিলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: একদিন আমি গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। আমার অন্তরে ধারণা জন্মালো যে, শায়খ আহমদ কবির রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যিয়ারত করবো, পীরদের পীর, রওশন যমীর শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: শায়খ আহমদকে দেখতে চাও? আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ! হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কিছুক্ষণের জন্য মাথা মুবারক ঝুকালেন এরপর বললেন: হে খিযর! দেখো ইনিই হলেন শায়খ আহমদ। এখন আমি যা দেখলাম যে, নিজেকে নিজে হযরত শায়খ আহমদ কবির রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পাশে উপস্থিত দেখলাম আর আমি তাঁকে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি রূপে দেখলাম, আমি দাঁড়ালাম আর তাঁকে সালাম দিলাম। এতে হযরত রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে বললেন: হে খিযর! তুমি যাঁকে দেখেছো শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তিনি হলেন সমস্ত আউলিয়াদের সর্দার তিনি আমাকে দেখার প্রত্যাশা কেনো করছেন? আমি তো তাঁর নিম্ন স্তরের লোক, এটা বলে আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন এরপর হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইন্তেকাল শরীফের পর বাগদাদে মুয়াল্লা থেকে হযরত আহমদ রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যিয়ারতে গেলাম। তাঁকে দেখলাম তো সেই শায়খই ছিলেন যাকে আমি সেদিন হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পাশে দেখেছিলাম। হযরত আহমদ রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: হে খিযর! প্রথমবারের যিয়ারত তোমার জন্য কি যথেষ্ট ছিলো না।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৩৮৮ পৃ:)

গরয আক্বা ছে করো আরয কে তেরি হে পানাহ
বান্দা মাজবুর হে খাতির পে হে কবজা তেরা
ধোপ মাহশর কি ওহ্ জাঁ সুয কিয়ামত হে মাগার
মুতমায়িন হো কে মেরে সার পে হে পাল্লা তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩০, ৩১ পৃ:)

ভক্তিমূলক কবিতা

শায়খ বাহা উদ্দীন যাকারিয়া মূলতানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি ভক্তির বহিঃপ্রকাশ কিছুটা এইভাবে করছেন:

সাগে দরগাহে জিলানী বাহা উদ্দীন মূলতানী
লিক্বায়ে দ্বীনে সুলতানী মহয়ুদ্দীন জিলানী

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এইভাবে করলেন:

ইয়ে চিশতি নক্সবন্দী সোহরাওয়ার্দী
হার এক তেরি তরফ মায়িল হে ইয়া গাউস
মাযরা চিশত ওয়া বুখারা ও ইরাক ও আজমির
কওন ছে কাশত পে বরসা নেহী জালা লাতিরা
কিস গুলিস্তা কো নেহী ফসল বাহারী ছে নিয়ায
কওন ছে সিলসিয়া মে ফয়েয না আয়া তেরা

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৫, ২৬, ২৫৯)

খলিফায়ে আ'লা হযরত, শে'রে বেশায়ে সুন্নাত হযরত মাওলানা হাশমত আলী খাঁন উবাইদ রযবী হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি নিজের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কিছুটা এইভাবে করেন:

সাগ হো মে উবায়েদ রযবী গাউস ও রযা কা
ভাগতে হে মেরে আগে শেরে বাবার ভী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কী অপরূপ শান!

হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি স্বপ্নে বড় একটি ছাউনি দেখতে পেলাম যেটাতে অনেক আউলিয়া দলবেঁধে মুরাকাবা (অর্থাৎ সবকিছু বাদ দিয়ে আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন হয়ে) আছেন, তাদের মাঝখানে সিলসিলায়ে নক্সবন্দীয়ার পেশওয়া হযরত খাজা মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন নক্সবন্দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দু'জানু ও হযরত জুনাইদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বালিশে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ এই বুযুর্গরা ওঠে চলে গেলেন আমি (কোন একজনকে) জিজ্ঞাসা করলাম যে, কী ব্যাপার? সে বললো এরা সকলে মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীউল মুরতাদা শে'রে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে স্বাগত জানানোর জন্য যাচ্ছেন, এরপর হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাশরিফ আনলেন তো একজন বুযুর্গ হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর হাত খুবই সম্মানের সাথে নিজের হাত মুবারকের মধ্যে রেখেছেন, জিজ্ঞাসা করলে এতটুকু জানতে পারলাম যে, তিনি হলেন খাইরুত তাবেয়ীন হযরত উয়াইস করনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ, এরপর একটি হুজরা শরীফ যেটা খুবই পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত ছিলো তা দৃশ্যমান হলো এবং এই বুযুর্গরা সেটাতে প্রবেশ করলেন আমি সেটার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তো উত্তর পেলাম: "আজ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওরস শরীফ আর এই বুযুর্গগণ তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাশরিফ এনেছেন।" **(কালিমাতুত তাইয়্যিবাত ফারসী, ৭৮ পৃ:)**

হাম কো "গিয়ারাহ" কা হে আদদ পিয়ারা
উন কে তারিখে ওরস হে গিয়ারাহ
ইউ আদদ হাম কো পিয়ারা গিয়ারাহ হে
ওয়াহ কিয়া বাত গাউসে আযম কি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৯ পৃ:)

www.dawateislami.net

কাদেরীদের মুবারকবাদ

সরকারে বাগদাদ হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দিওয়ানা ও মুরিদদেরও মুবারকবাদ সরকারে বাগদাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণী অনুযায়ী "তাঁর মুরিদ যতই গুনাহগার হোক না কেনো ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ তাওবা করে নিবে না।" **(বাহজাতুল আসরার, ১৯১ পৃ:)**

ঈমান উস কা বাচ গেয়া শয়তান ছে, জু তেরে
হে "সিলাসিলে" মে আগেয়া বাগদাদ ওয়ালে মূর্শিদ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৪৬ পৃ:)

হে আশিকানে গাউসে আযম! যে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলাম হয়ে যায় তার তো তরী পাড় হয়ে যায়। যেমন বাহজাতুল আসরারে রয়েছে: পীরদের পীর, পীর দস্তগির, রওশন যমির, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, পীরে লাছানী, কিন্দিলে নুরানী, শেহবাযে লা মকানী আশ শায়েখ আবু মুহাম্মদ সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে অনেক বড় রেজিষ্টার দেয়া হয়েছে যেটাতে আমার সাথী ও আমার কিয়ামত পর্যন্ত হওয়া মুরিদদের নাম লিখা ছিলো আর বলা হলো যে, এদের সকলকে তোমার কাছে অর্পন করা হলো। তিনি বলেন: আমি জাহান্নামের দায়িত্বরত ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: জাহান্নামে কি আমার কোন মুরিদ আছে? তিনি বললেন: না। **(বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃ:)**

কেহ কর কে "লা তাখাফ" হামে বে খওফ কর দিয়া
উস রহমতে খোদা কো হামারা সালাম হো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬২০ পৃ:)

তিনি আরও বলেন: আমার প্রতিপালকের সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমার সাহায্যের হাত আমার মুরিদের উপর এইভাবে রয়েছে যেমনিভাবে আসমান যমিনের উপর ছায়া দিয়ে আছে। যদি আমার মুরিদ ভালো নাও হয় তো কি হয়েছে! !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমি তো ভালো। আমার পালনকর্তার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দয়ালু প্রতিপালকের দরবার থেকে সরবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একেকজন মুরিদকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো না। **(বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃ:)**

কাদেরী কর কাদেরী রাখ কাদেরীউ মে উঠা
কদরে আব্দুল কাদেরী কুদরত নুমা কে ওয়াস্তে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৪৯ পৃ:)

নিসবতের বরকত

হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: সুসংবাদ হলো তার জন্য যে আমাকে দেখেছে অথবা আমাকে যে দেখেছে তাকে দেখেছে বা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। আমি সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস করি যে আমাকে দেখেনি। **(বাহজাতুল আসরার, ৫৩ পৃ:)**

সরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: আল্লাহ পাক আমার সাথে অঙ্গিকার করেছেন যে, আমার মুরিদ ও আমার বন্ধুদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্কিত হলো আর আমার নাম নেয়, আল্লাহ পাক তাকে কবুল করবেন আর তার উপর দয়া করবেন, যদিওবা সে মন্দ আমলের উপর হোক না কেনো, সে আমার মুরিদের অন্তর্ভূক্ত। আমি মুনকার নাকিরের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়েছি তারা কবরে আমার মুরিদদের ভীতি প্রদর্শন করবে না। **(বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃ:)**

www.dawateislami.net

মুরিদি লা তাখাফ কেহ কর তাসাল্লী দি গোলামী কো
কিয়ামত তক রেহে বে খওফ বান্দা গাউসে আযম কা
নেদা দেগা মুনাদী হাশর মে ইউ কাদেরীউ কো
কিধার হে কাদেরী কর লে নাযারাহ গাউসে আযম কা
ফেরেশতো রুকতে কিউ হো মুঝে জান্নাত মে জানে ছে
ইয়ে দেখো হাত মে দামান হে কিস কা গাউসে আযম কা
সদায়ে সোর সুন কর কবর ছে ওঠতে হি পুছোঁগা
কে বাতলাও কিধার হে আসতানা গাউসে আযম কা
আযিযো কর চকো তৈয়্যার জব মেরে জানাযে কো
তু লিখ দে না কাফন পর নামে ওয়ালা গাউসে আযম কা
জমিলে কাদেরী সো জাঁ ছে হো কুরবান মূর্শিদ পর
বানায়া জিস নে মুঝ জেইসে কো বান্দা গাউসে আযম কা

(কবালায়ে বখশিশ, ৯৩ থেকে ১০১ পৃ:)

হুযুরে গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: জান্নাতের নিয়ামতের কোন অনুমান করা যাবে না যে, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের চক্ষুর শীতলতার জন্য কি কি প্রস্তুত করে রেখেছেন। **(গাউসে পাক কে হালাত, ৭৭ পৃ:)**

সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه লিখেন:

গদা ভী মুনতাযির হে খুলদ মে নেকোঁ কি দাওয়াত কা
খোদা দিন খাইর ছে লায়ে সাখী কে ঘর যিয়াফত কা

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৭ পৃ:)

হে আশিকানে গাউসে আযম: গিয়ারভী ওয়ালে মূর্শিদের আদর্শও বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন, আসুন! গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর বাণী শুনি: আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই অনুযায়ী নিজের দিন ও রাত অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুক।

www.dawateislami.net

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: "আল্লাহ পাকের নাফরমানী না করা উচিত আর সত্যের রজ্জু হাতছাড়া করা উচিত নয়।"

(ফাতহুল গাইব মাআ কলায়িদিল জাওয়াহির, ৪৪ পৃ:)

গাউসে পাকের দিওয়ানা! নিয়্যত করে নিন যে, আজকের পর থেকে কোন গুনাহ করবো না, اِنۡ شَآءَالله নামায কাযা করবো না, اِنۡ شَآءَالله শরীয়তের বিনা অনুমতিতে জামাতও ছাড়বো না, اِنۡ شَآءَالله ফরয রোযাসমূহ ছাড়বো না, যাকাত আদায় করবো, হজ্ব ফরয হলে আদায়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবো না, মিথ্যা বলবো না, দাড়ি মুন্ডাবো না এবং এক মুষ্টি থেকে ছোট করবো না, সিনেমা নাটক, গান বাজনা দেখবো না, শুনবো না, বেপর্দা মহিলা দেখবো না, সুদ খাবো না, ঘুষের লেনদেন করবো না, মদের ধারে পাশেও যাবো না, মা-বাবার অবাধ্যতা করবো না কেননা এসবকিছু আল্লাহ পাকের নাফরমানী যেমনটি এখনই আপনারা গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর বাণী শুনেছেন যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানী না করা উচিত।

হে আশিকানে গাউসে আযম: যখন আল্লাহ পাকের রহমতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবো, খুব বেশি বেশি নেকী করবো, নেক আমলের রিসালা পূরণ করবো, মাদানী কাফেলায় সফর করবো, আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ অবলম্বন করবো, আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর পেছন পেছন জান্নাতে যাবো। اِنۡ شَآءَالله

সাজায়ে ইমামা বড়ায়ি জু দাড়ি
উনহে হাশর মে বাখশুয়া গাউসে আযম
জু হে ওয়াকফ, সুন্নাত কে খিদমত কি খাতির
উনহে হাশর মে বখশুয়া গাউসে আযম

www.dawateislami.net

জু রোযানা দেয়তে হে নেকী কি দাওয়াত
উনহে হাশর মে বখশুয়া গাউসে আযম
সফর কাফেলে মে জু করতে হে হার মাহ
উনহে হাশর মে বখশুয়া গাউসে আযম
জু দে রাহে মাওলা মে বারাহ মাহিনে
উনহে হাশর মে বখশুয়া গাউসে আযম
হে আত্তার কো সালব ঈমাঁ কা দড়কা
বাচা ইস কা ঈমাঁ বাচা গাউসে আযম

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৫০, ৫৫১ পৃ:)

স্বপ্নে গাউসে পাকের যিয়ারতের গাউসিয়া ব্যবস্থাপত্র

মাদানী পাঞ্জেসূরার ৩০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যেই ব্যক্তি এই (কাসিদায়ে গাউসিয়া) কে নিজের সামনে রাখবে আর তিনবার পাঠ করবে, সে গাউসে পাকের দরবারে মাকবুল হবে এবং হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হবে। اِنْ شَآءَالله

বেয়দার বখত ওহ হে হাকিকত মে জিস কো জলোওয়া
তু খাব মে দেখা গেয়া বাগদাদ ওয়ালে মুর্শিদ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৪৬ পৃ:)

মেরা পীর মেরা পীর গাউস আযম দস্তগির
আপ হে পীরো কে পীর গাউসে আযম দস্তগির
মাহবুবে রব্বে কদীর গাউসে আযম দস্তগির
আপ ওলীউ কে আমীর গাউসে আযম দস্তগির
বে মেসাল ও বে নযীর গাউসে আযম দস্তগির
বাখশুয়া দো মেরে পীর গাউসে আযম দস্তগির

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, ৬০, ৬১ পৃ:)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

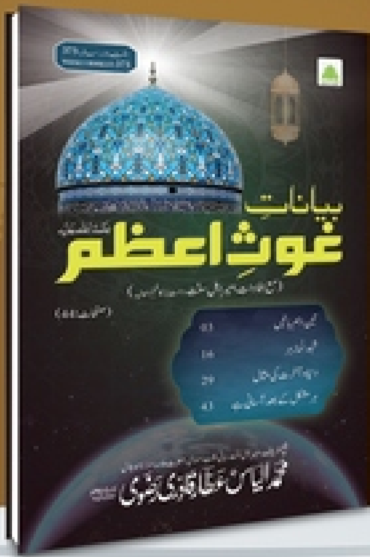

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net